যায়যায়দিন

তারিখ ... 20 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক বোর্ড গঠন সময়ের দাবি

মু. মাছুম বিল্লাহ

যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে দেশের আনাচেকানাচে গজিয়ে উঠেছে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ব্যাপ্তি ঘটেছে রাজধানী ঢাকা থেকে থানাশহর এমনকি গ্রাম পর্যন্ত। আর এ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে প্রকৃত বিদ্যানুরাগী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী এবং বেকার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে নেই কোনো ব্যবস্থা। সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সমন্বয়হীনতা। এ অবস্থায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি।

লন্ডন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাদের দেশে যেসব ইংরেজি মাধ্যম স্কুল 'ও' এবং 'এ' লেভেল প্রদান করে থাকে এ ধরনের সব স্কুলকে সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে নিবন্ধন করতে বলা হয়েছে। দেশের সব কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে নিবন্ধন করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অন্তত এটুকু বলতে পারি, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর লাগামহীন গতির ওপর সরকারের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে এ নীতির ফলে। আবার ভয়ও হচ্ছে অনেক কারণে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানে বাজনার চেয়ে বাজনা বেশি, শিক্ষার মান টাকায় মাপা আর দুর্নীতির ছড়াছড়ি। আমরা সরকারি চিন্তাভাবনাকে সাধুবাদ জানাই। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের আগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরো ব্যাপার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক- সর্বোপরি দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হতে হবে। সরকারি নীতি নির্ধারণীতে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং লাগামহীন দুর্নীতি। এ অবস্থা যেন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেখা না দেয়।

আমাদের কেন এতো ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়? বিশ্বায়নের প্রভাবে দুনিয়াব্যাপী ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। গোটা দুনিয়া এখন পরিচিত 'গ্লোবাল ভিলেজ' নামে। গোটা দুনিয়ার মানুষ এখন বাস করছে একই প্রতিবেশীর মতো। একে অন্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগের কমন ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। ইংরেজি জানলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অগ্রাধিকার। এসব কারণে অধিকাংশ অভিভাবক ছুটছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পেছনে। আর সেই সুবাদে কিছু ব্যবসায়ী ও বেকার লোকজন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পসরা সাজিয়ে বসেছে।

আরো একটি কারণে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে দেশি মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা। অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়েই তাদের বাচ্চাদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠান। মানসম্মত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে নিতান্তই কম, এ সংখ্যা বাড়াতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সমাজের বিদ্যোৎসাহী, বিত্তবান লোকজন ও সরকারকে।

ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে

কিছু প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় আছে। এগুলোর পাঠক্রম লন্ডন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের অবশ্যই উঁচুমানের শিক্ষা দিয়ে থাকে, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ানোর মতো সামর্থ্য অনেকেরই নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সমাজে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখার সুযোগ থাকতে হবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে তবে মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপস করা যাবে না।

নামি-দামি এ ইংলিশ মাধ্যম স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এক ধরনের সাংস্কৃতিক শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। দেশি কৃষ্টি-কালচারে এখানকার শিক্ষার্থীরা অতোটা আগ্রহী হয়ে উঠে না। দেশি কালচারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তাদের উৎসাহিতও করা হয় না। বাংলা ভাষা শেখার প্রতি তারা অনীহা প্রকাশ করে থাকে।

এমনকি অনেক ছেলেমেয়ের মাঝে অনেকটা উন্নাসিক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা মনে করে, আমরা অচিরেই বিদেশে চলে যাবো। অতএব, বাংলা ভাষা জানা আমাদের জন্য জরুরি নয়। তারা ভুলে যায়, বিদেশে গিয়ে তাদের এ দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এটিই হচ্ছে দেশপ্রেমের ধারণা। তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম দেয়ার তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে।

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের উপস্থিতি সমাজে এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করছে। বেসরকারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোর বেতন ২০০ থেকে ৭০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বেতন এক হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা। নিঃসন্দেহে সমাজে এটি একটি বিরাট বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। স্বভাবতই এখানকার ছেলেমেয়েরা একটু নাক উঁচু ভাব নিয়ে বড় হতে দেখা যায়। এতোকিছুর পরও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের উপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এটি যুগের চাহিদা। ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে এবং হচ্ছে। বাংলা মাধ্যম স্কুল কিংবা কলেজে যে পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হয় বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে ছাত্রছাত্রীরা সাচ্ছন্দ্য বোধ করে না অর্থাৎ তাদের সেভাবে শেখানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানেও প্রচুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় আছে। অতএব, আমরা এ মাধ্যমে লেখাপড়া করা বা করানো একেবারে অস্বীকার করতে পারবো না। তবে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করেও ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভালো বাংলা জানে এবং দেশি কৃষ্টি-কালচারকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এ কারণেই আমরা চাইবো ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হোক। তবে সেই নিয়ন্ত্রণ যেন কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তার উৎকোচ গ্রহণের সুযোগ না হয় এবং শিক্ষার মান নিম্নগামী না হয়। ■

mmbillah2000@yahoo.com